সমকাল

তারিখ ... 17 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৪ ...

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কর্মবিরতি

প্রয়োজনে ছাত্রদের আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা হবে

■ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেলে শিক্ষকদের যথাযথভাবে মূল্যায়ন ও স্বতন্ত্র বেতন স্কেল প্রবর্তনসহ চার দফা দাবিতে ক্লাস বন্ধ রেখে গতকাল রোববার একযোগে তিন ঘণ্টা কর্মবিরতি ও অবস্থান ধর্মঘট পালন করেছেন দেশের সব পাবলিক (সরকারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। তারা বলছেন, দাবি পূরণ না হলে তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জাতীয় সম্মেলন ডেকে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতিসহ 'আরও কঠোর' কর্মসূচি দিতে তারা বাধ্য হবেন। প্রয়োজনে ছাত্রদেরও আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা হবে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের আহ্বানে রোববার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত দেশের ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ কর্মসূচি পালিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও একই সময়ে কর্মবিরতি পালন করেন। সকাল থেকেই তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ক্লাবের সামনে অবস্থান নেন। চার দফা দাবিতে সেখানে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়, যাতে সাতশ'রও বেশি শিক্ষক স্বাক্ষর করে। পরে সেখানেই একটি সমাবেশে যোগ দেন তারা।

ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক নাজমা শাহীন, অধ্যাপক মেজবাহ কামাল, অধ্যাপক শফিক উজ জামান, অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক নিজামুল হক ভূঁইয়া, অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী, অধ্যাপক এ জেড এম সফিকুল আলম ভূঁইয়া প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক এ এস এম মাকসুদ কামাল।

অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ সমাবেশে বলেন, আজ (গতকাল) ৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে যুগপৎ এই কর্মসূচি চলছে। দাবি মেনে না নেওয়া হলে আরও কঠোর কর্মসূচি দিতে তারা বাধ্য হবেন। ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৪

প্রয়োজনে ছাত্রদের আন্দোলনে

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

তিনি বলেন, দাবি আদায়ে আগামী রোববার একই কর্মসূচি আবারও পালন করা হবে।

শিক্ষকরা মনে করেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষকদের মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। ফলে তার নেতৃত্বাধীন সরকার এ ধরনের বৈষম্যমূলক বেতন কাঠামো বাতিল করে সকল পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যৌক্তিক প্রাপ্যসমূহ প্রদান ও যথাযোগ্য মর্যাদা নিশ্চিত করে সংশোধিত বেতন কাঠামো পুনঃনির্ধারণ করবেন।

জানা যায়, সপ্তম বেতন স্কেলে সচিব, সিলেকশন গ্রেডের অধ্যাপক ও মেজর জেনারেল পদের কর্মকর্তাদের এক নম্বর গ্রেডে রাখা হলেও প্রস্তাবিত নতুন বেতন কাঠামোতে সিলেকশন গ্রেডের অধ্যাপক ও অধ্যাপকদের বেতন আগের তুলনায় তিন থেকে চার ধাপ নেমে গেছে। বেতন ও চাকরি কমিশনের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে গত ১৩ মে সর্বোচ্চ ৭৫ হাজার এবং সর্বনিম্ন ৮ হাজার ২৫০ টাকা মূল বেতন ধরে সচিব কমিটি এ কাঠামো সুপারিশ করে, যা ১ জুলাই থেকে কার্যকর হওয়ার কথা। কিন্তু নতুন কাঠামোতে এই 'অবনমনের' প্রতিবাদসহ চার দফা দাবিতে গত তিন মাস ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

জাবি : নতুন কলা ও মানবিকী অনুষদের সামনে কর্মসূচি পালন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। এ সময় স্বাক্ষর গ্রহণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মো. খবির উদ্দিন। সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তারের সঞ্চালনায় এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক আবদুল লতিফ মাসুম, অধ্যাপক অজিত কুমার মজুমদার, অধ্যাপক কামরুল আহসান, অধ্যাপক আবু দায়েন, এ এস এম বদিয়ার রহমান প্রমুখ।

জবি : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার চত্বরে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহা. আলী নূর, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আবুল হোসেন, নীল দলের সভাপতি অধ্যাপক এ কে এম মুনিরুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক এ কে এম লুৎফর রহমান, সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ড. জাকারিয়া মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক মহসীন রেজা, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. হেলেনা ফেরদৌসী প্রমুখ।

রাবি : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) সিনেট ভবনের পাশে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আনন্দ কুমার সাহার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রেজাউল করিমের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ইমেরিটাস অরুণ কুমার বসাক, আরবি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ইফতেখারুল আলম মাসুদ, পরিবেশবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এস এম শফিউজ্জামান প্রমুখ।

চবি : চবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. মো. আবুল মনছুরের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ড. কাজী এস এম খসরুল আলম কুদ্দুসীর সঞ্চালনায় অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন প্রফেসর ড. মো. আবুল মনসুর চৌধুরী, প্রফেসর ড. দেবপ্রসাদ পাল, প্রফেসর ড. আবদুল গফুর, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শাহ, প্রফেসর ড. জিনবোধি ভিক্ষু, প্রফেসর জাকির হোসাইন, প্রফেসর ড. মো. তৌহিদ হোসেন, এ বি এম আবু নোমান ও ড. এফ এম এনায়েত হোসেন।

খুলনা : খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. আহমেদ আহসানুজ্জামানের সভাপতিত্বে কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান স্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সমিতির সহসভাপতি প্রফেসর ড. সরদার শফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. মো. সারওয়ার জাহান। একই দাবিতে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) শিক্ষক সমিতিও কর্মসূচি পালন করে।

রংপুর : বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন-৪-এর সামনে অস্থায়ী মঞ্চে শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. আর এম হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. পরিমল চন্দ্র বর্মণ, শিক্ষক ড. সরিফা সালোয়া ডিনা, ড. তুহিন ওয়াদুদ, তাবিউর রহমান প্রমুখ।

শেকৃবি : শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) শিক্ষকরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য অধ্যাপক মো. শাদাত উল্লা, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. হযরত আলী, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনার পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. সেকেন্দার আলী, প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. মিজানুর রহমান প্রমুখ।

যশোর : যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (যবিপ্রবি) শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে ক্যাম্পাসের ক্যাফেটারিয়ায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. আনিছুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ড. বিপ্লব কুমার বিশ্বাস।

সিলেট : সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (সিকৃবি) শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. নূর হোসেন মিয়ার সভাপতিত্বে কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. মৃত্যুঞ্জয় কুন্ডু, প্রফেসর ড. জীবনকৃষ্ণ সাহা, প্রফেসর ড. নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

পাবনা : পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) শিক্ষকদের কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আওয়াল কবির জয়, ছাত্র উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, শিক্ষক কিসলু নোমান, তাহমিনা তাসনিম মিতুসহ অন্যরা।